গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পঃ নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সার্বিক পর্যালোচনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে

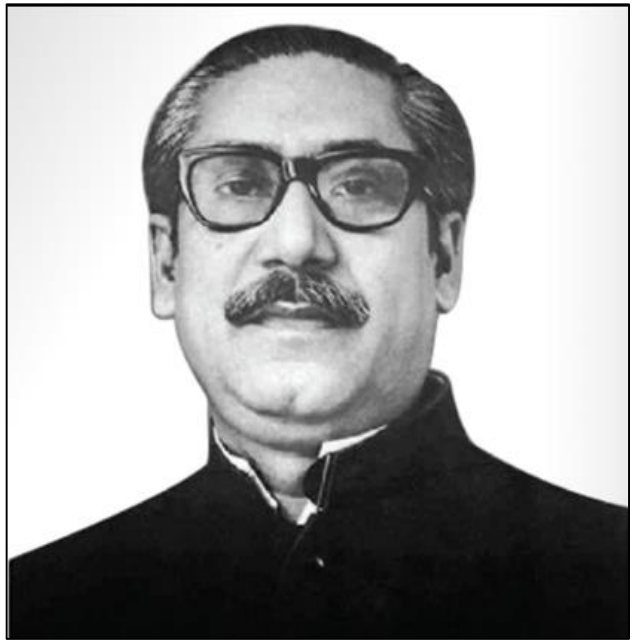

‘আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার বেকার কাজ পাক । আমি কী চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কী চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণ ভরে হাসুক” ...জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“আমাদের উন্নয়নের একটি মানবিক অবয়ব রয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।” ...মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের পটভূমি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত ২১০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারকে ২ দশমিক ৫ একর করে ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যম ছিন্নমূল ও অসহায় মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম সর্বপ্রথম শুরু করেন।
- দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার জেলাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীন, ভূমিহীন, ছিন্নমূল ও অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনবার্সনের লক্ষ্যে "আশ্রয়ণ প্রকল্প" কার্যক্রম শুরু করেন।

১৯৭২ — পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু

১৯৯৭ — আশ্রয়ণ প্রকল্পের যাত্রা শুরু

২০২২ — ২০২২ পর্যন্ত পুনর্বাসিতঃ ৫ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শত ৭০টি পরিবার

পুনর্বাসিত জনসংখ্যা: **২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৫০ জন**

সূত্রঃ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ২১ জুলাই ২০২২

এক নজরে আশ্রয়ণ -২ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে

- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, অসহায় মানুষের জন্য জমি, বাসস্থান, ভিজিএফ (তিন মাসের মেয়াদি) প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানি সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষ রোপনের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

- এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারের সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় জনগোষ্ঠির পুনর্বাসন;
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে উপকারভোগীর দারিদ্র্য বিমোচন; এবং
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা।

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	
অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	১১,১৪২.৮৮ কোটি টাকা
বাস্তবায়ন মেয়াদ	জুলাই ২০১০- জুন ২০২৩
অর্থের উৎস	বাংলাদেশ সরকার
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (নভেম্বর, ২০২২)	৫৫১৮.৭৪ কোটি টাকা (৪৯.৫৩%)

সূত্রঃ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ২১ জুলাই ২০২২

আশ্রয়ণ -২ প্রকল্পঃ উপকারভোগী নির্বাচন ও বিশেষত্ব

প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন

১. ভূমিহীন-গৃহহীন, ছিন্নমূল
২. ভিক্ষুক
৩. বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা
৪. বেদে/হরিজন
৫. তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ
৬. জলবায়ু উদ্বাস্তু
৭. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী
৮. দরিদ্র অসহায় মানুষ, দিনমজুর

প্রকল্পের সেবাসমূহ-

- একক গৃহ নির্মাণ
- বহুতলা ভবন নির্মাণ
- সেমি পাকা ব্যারাক নির্মাণ
- পাকা ব্যারাক নির্মাণ
- সি আই সিট ব্যারাক নির্মাণ
- সেমি পাকা ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- পাকা ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- সি আই সিট ব্যারাক প্রতিস্থাপন
- পুরাতন ব্যারাক মেরামত
- জমি ক্রয়
- ভূমি উন্নয়ন
- কবুলিয়ত সম্পাদন
- ভিজিএফ প্রদান
- অগভীর নলকূপ স্থাপন
- বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
- ঘাটলা নির্মাণ
- অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ
- অভ্যন্তরীণ সড়ক পুনর্নির্মাণ
- বৃক্ষরোপণ
- পুকুর খনন
- পুকুর পুনখনন
- সংযোগ সড়ক নির্মাণ
- সংযোগ সড়ক পুনঃনির্মাণ
- প্রশিক্ষণ
- ঋণ প্রদান
- প্রোটেকশন ওয়ার্ক

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (জুলাই ১৯৯৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)	মোট পুনর্বাসিত পরিবার
১	আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২)	৪৭,২১০ টি
	আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেইজ-২) (২০০২-২০১০)	৫৮,৭০৩ টি
	আশ্রয়ণ -২ প্রকল্প (২০১০- মার্চ ২০২২)	৬২,১৩৫ টি
	মোট	১,৬৮,০৪৮ টি
২	নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে	১,৫৩,৮৫৩ টি
৩	জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজারের খুরুশকুলে নির্মিত বহুতল ভবনে বিনামূল্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তর	৬৪০ টি
৪	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর	৬০০ টি
৫	নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১০০ টি
৬	ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার	১,০০০ টি
৭	মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে চলতি অর্থবছর পর্যন্ত নির্মিত দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমিপাকা একক ঘর	১,৮৫,১২৯ টি
	সর্বমোট	৫,০৯,৩৭০টি

সূত্রঃ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ২১ জুলাই ২০২২

এক নজরে আইএমইডি- বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান

- স্বাধীনতা উত্তরকালে উন্নয়ন প্রকল্পের বিশেষ করে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়।

- এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির পিতা বংগবন্ধুর নির্দেশনায় **'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)'** সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়।

- কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়।

- অতঃপর ১৯৮২ সালে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED) নামে নামকরণ করা হয়।

- পরবর্তিতে ১৯৮৪ সালে তা রাষ্ট্রপতির কার্যালয় হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

এক নজরে আইএমইডি-ভিশন, মিশন ও কার্যাবলি

আইএমইডির ভিশন

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন প্রকল্পের সঠিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

আইএমইডির মিশন

প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যকর সহায়তা প্রদান।

এক নজরে আইএমইডির প্রধান কার্যাবলি (২০২১-২২)

০১ চলমান প্রকল্প পরিদর্শন ৬০৮টি

০২ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়ন -২০০টি

০৩ নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ- ৫৪টি

০৪ নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন -১৮ট

০৫ ক্রয় কার্যক্রমে আইন ও বিধি'র বাস্তবায়ন ও ই-জিপি কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা;

০৬ ক্রয় কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান

মূল্যায়ন সমীক্ষা পদ্ধতি

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	উপকার ভোগীর নমুনা	কন্ট্রোল গ্রুপের নমুনা
ঢাকা	ঢাকা	সাভার	৩০	-
	গোপালগঞ্জ	সদর	৩০	-
	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	৩০	৩০
চট্টগ্রাম	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	৩০	-
	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	৩০	৩০
সিলেট	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	৩০	৩০
	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৩০	৩০
রাজশাহী	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৬০	-
	নওগাঁ	সদর	৩০	৩০
রংপুর	কুড়িগ্রাম	সদর/রৌমারী	৬০	-
	গাইবান্ধা	সদর	৩০	৩০
খুলনা	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৩০	৩০
	মাগুরা	মহম্মদপুর	৩০	-
বরিশাল	পটুয়াখালী	দশমিনা	৩০	-
	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৩০	৩০
	বরগুনা	সদর (হিজড়া)	৩০	-
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর	৩০	৩০
	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৩০	৩০
মোট (৮)	১৮টি	১৮টি	৬০০	৩০০

মোট উত্তরদাতার ৫০ শতাংশ পুরুষ, ৪৯ শতাংশ মহিলা এবং ১ শতাংশ তৃতীয় লিঙ্গ।

প্রশ্নাবলি জরিপ (মোট নমুনা ৯০০)

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (০৬)

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (০৯)

কেস স্টাডি (০৮)

- উপকারভোগী =৬০০জন
- অপেক্ষমাণ উপকারভোগী = ৩০০ জন

সমীক্ষার প্রধান নির্দেশকসমূহ

- আয়
- শিক্ষা
- সামাজিক অবস্থা
- নারীর ক্ষমতায়ন
- প্রশিক্ষণ
- গ্রামে জনসাধারণের সুবিধাদি
- অবকাঠামো ও ইউটিলিটিস
- খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য বাবদ ব্যয়
- স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন

ক্লাস্টারযুক্ত এবং দৈব নমুনার জন্য পরিসংখ্যানগত সূত্র (ড্যানিয়েল এবং ক্রস, ২০১৩) ব্যবহার করে নমুনার সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানিক ফর্মুলা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ৫% এরর ধরে আলোচ্য প্রকল্পের নমুনা সংখ্যা ৩৭০ জন যথেষ্ট হলেও এ মূল্যায়ন সমীক্ষায় অধিকতর সঠিকতা/ নির্ভুলতা অর্জনে ১.৫ ডিজাইন ইফেক্ট প্রয়োগ করে নমুনা সংখ্যা ৬০০ জন উপকারভোগীর সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এরর মার্জিন ১.৫% এ নেমে এসেছে। কন্ট্রোল্ভোগীর সংখ্যা ৩০০ যা উপকারভোগীর অর্ধেক।

এই গবেষণার গৃহীত কর্মপদ্ধতি বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক যাচাই করে নেওয়া হয়েছে

উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা

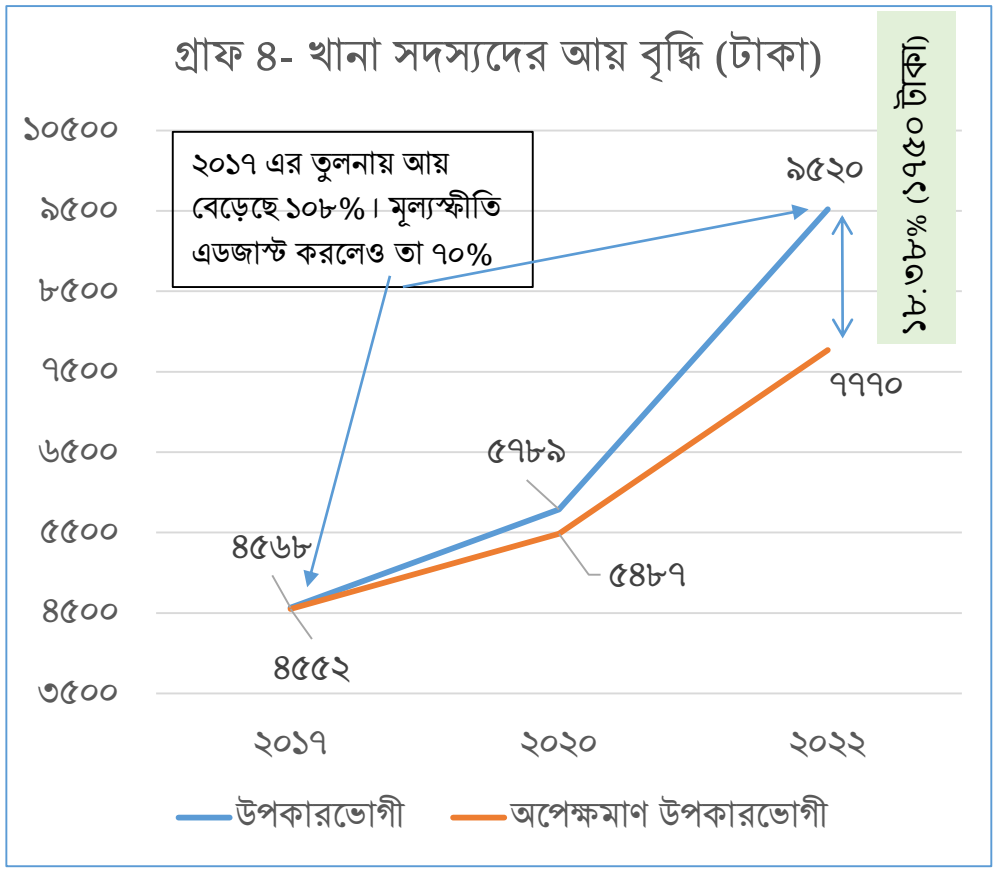

উপকারভোগীগণ আয়-ভিত্তিক দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে। সে হিসেবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **২৫ লাখ ৪৬ হাজার ৮৫০ জন দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে এসেছে**।

খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য বাবদ ব্যয়

গ্রাফ ৬- খানা সদস্যদের খাদ্য বাবদ ব্যয় (টাকা)

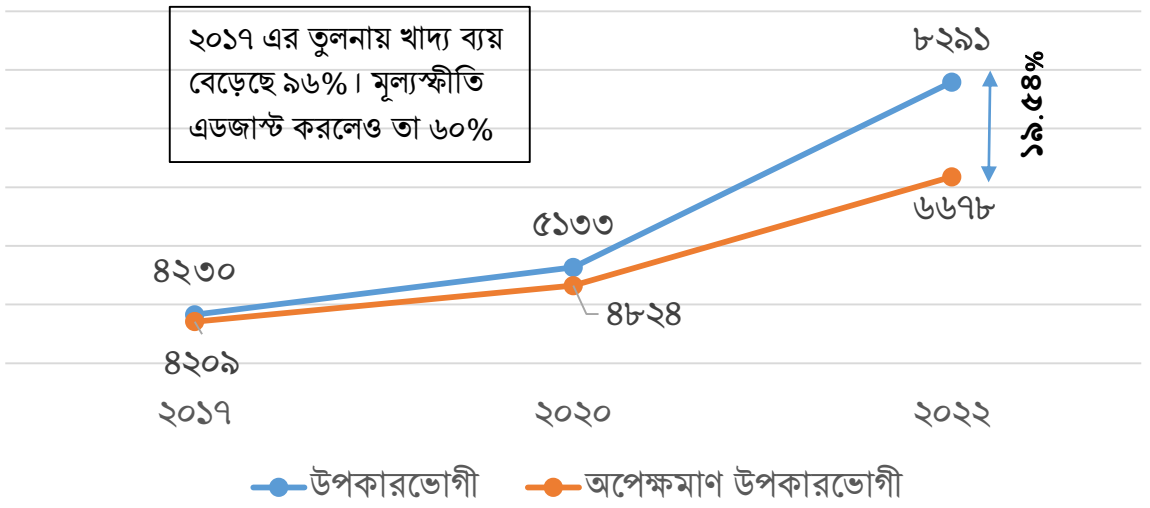

গ্রাফ ৭- খানাভিত্তিক পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ

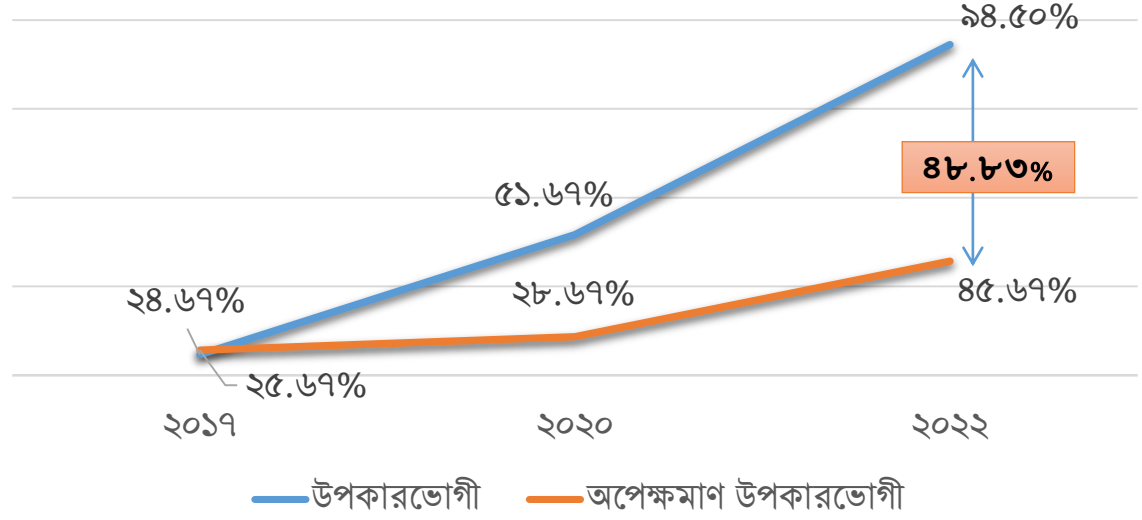

বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি-ফলমূল উৎপাদন, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু পালন এবং মৎস্য চাষ প্রয়োজনীয় আমিষ ও ক্যালরি প্রাপ্তিতে সহায়ক হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণের টেকসই উন্নতি সাধন হয়েছে।

উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা

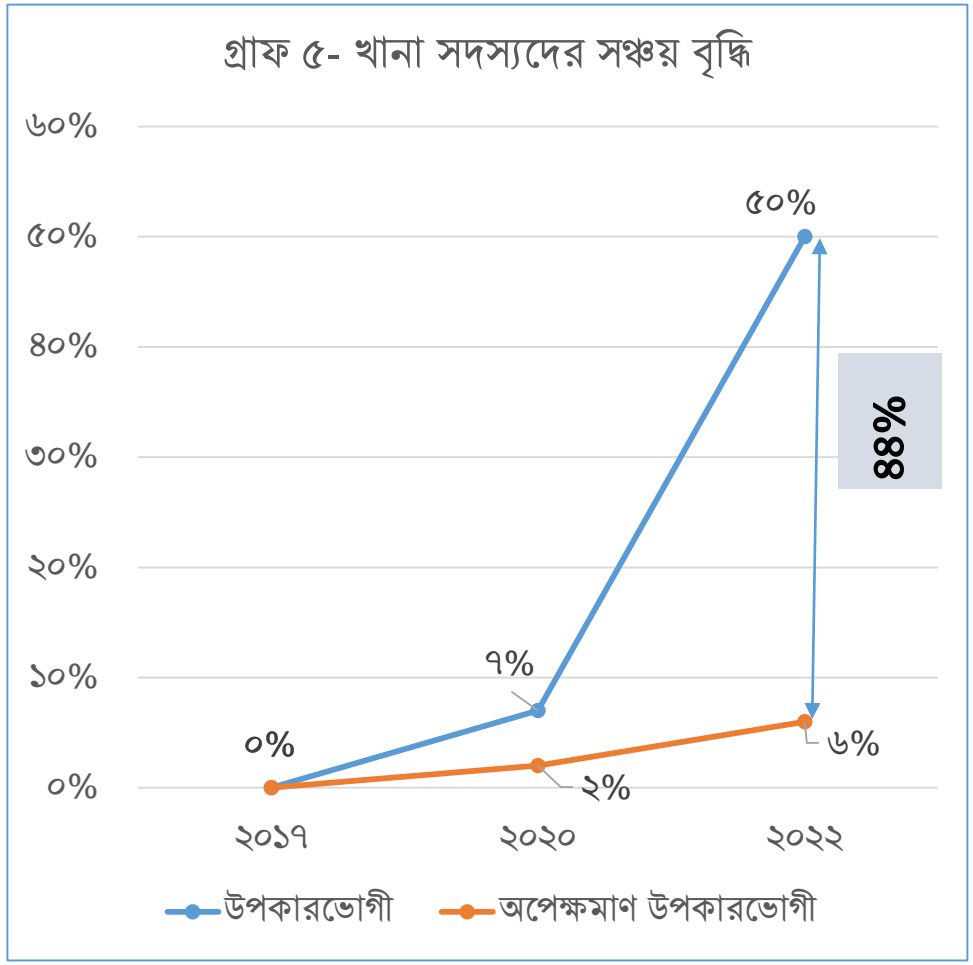

সঞ্চয় বৃদ্ধি

- ঘর ভাড়া বাবদ ব্যয় হ্রাস ও আয় বৃদ্ধি
- বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ থেকে অর্জিত আয়
- হাঁস–মুরগী, পশু পালন থেকে অর্জিত আয়
- নারীদের আয় উৎপাদক কার্যক্রমে সংযুক্ত হওয়ায়

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্যতা

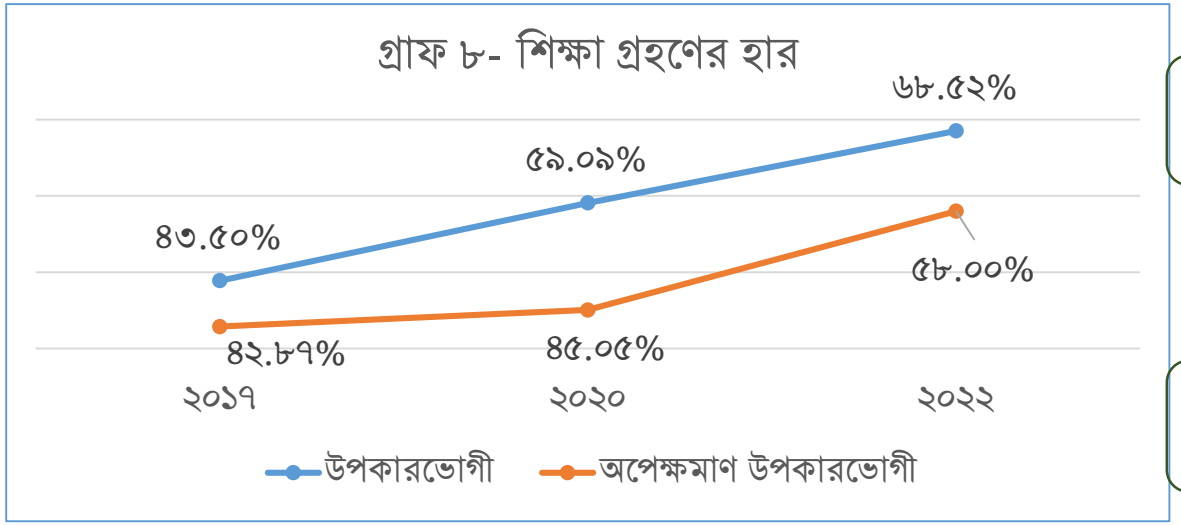

উপকারভোগী ৩১.৪৮%

ঝড়ে পড়া ছেলে মেয়ে

অপেক্ষমাণ উপকারভোগী ৪২%

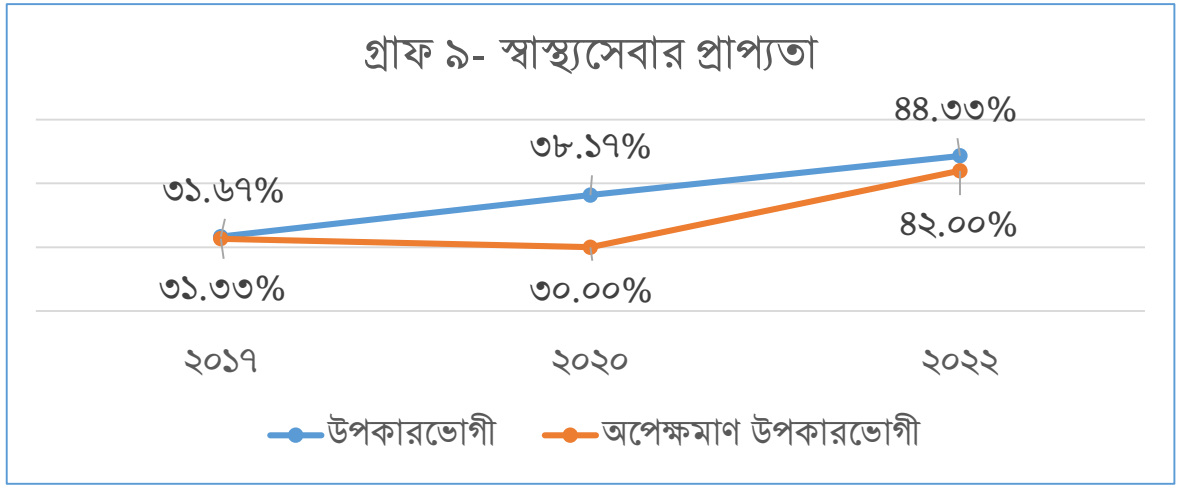

- উচ্চ মাধ্যমিকে ঝড়ে পড়ার এই হার বেশি হলেও প্রাথমিকের পরে ঝড়ে পড়ার হার খুবই কম।
- বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ এবং গবাদি পশু পালন থেকে অর্জিত আয় সন্তানের লেখাপড়ার পিছনে ব্যয় করতে সক্ষম।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ পাওয়ার ফলে সামাজিক মর্যাদা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা

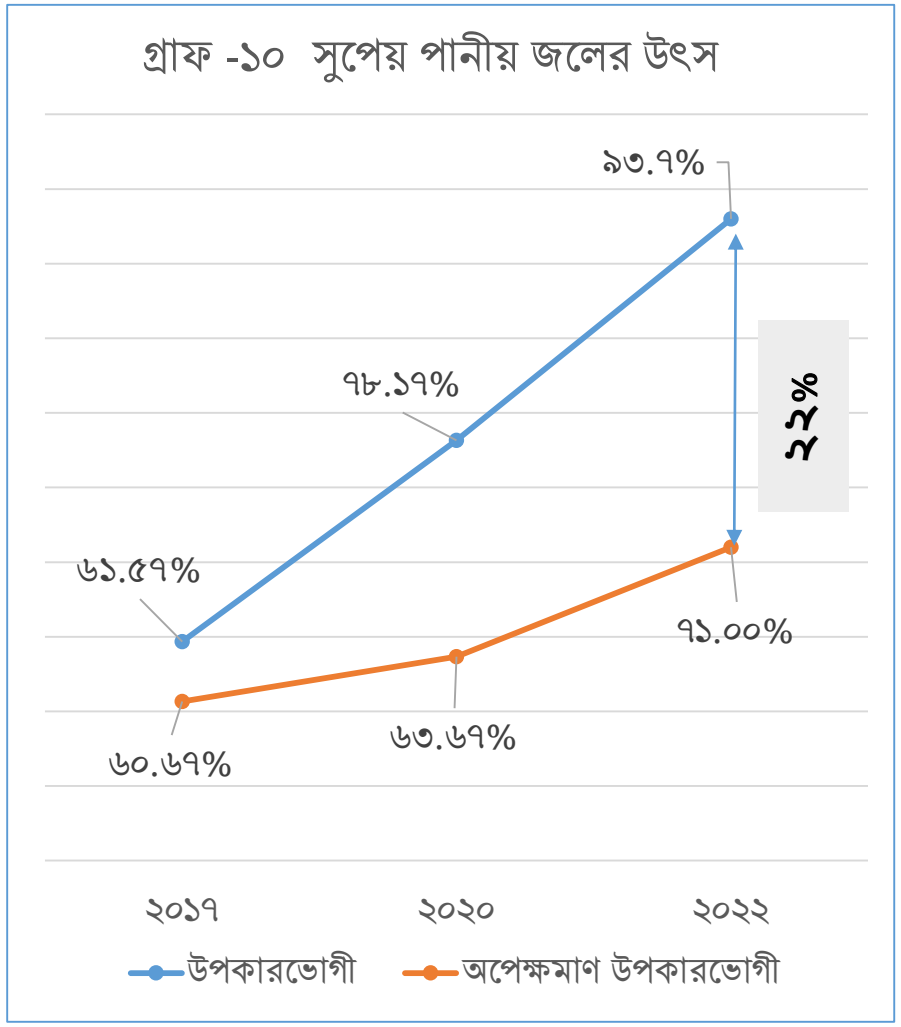

পানির প্রধান উৎসের ৭.৩৩% রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর আওতাভুক্ত

গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা

গ্রাফ- ১১ জাতীয় গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ

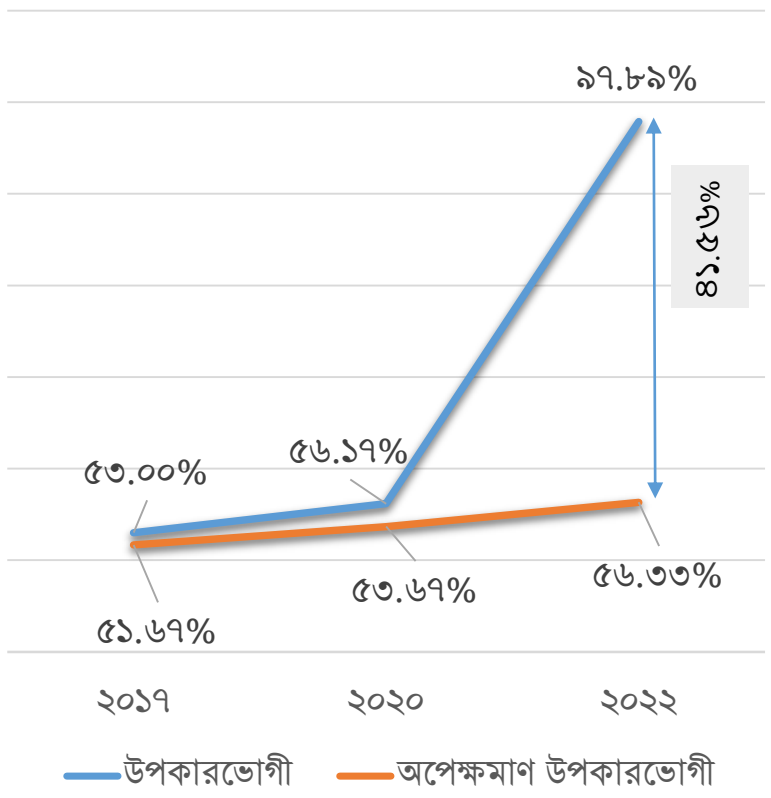

- জাতীয় গ্রীড থেকে আশ্রয়ণ প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতিটি ঘরের সাথে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রাফ-১২ খানা সদস্যদের স্যানিটেশন সুবিধাসমূহ

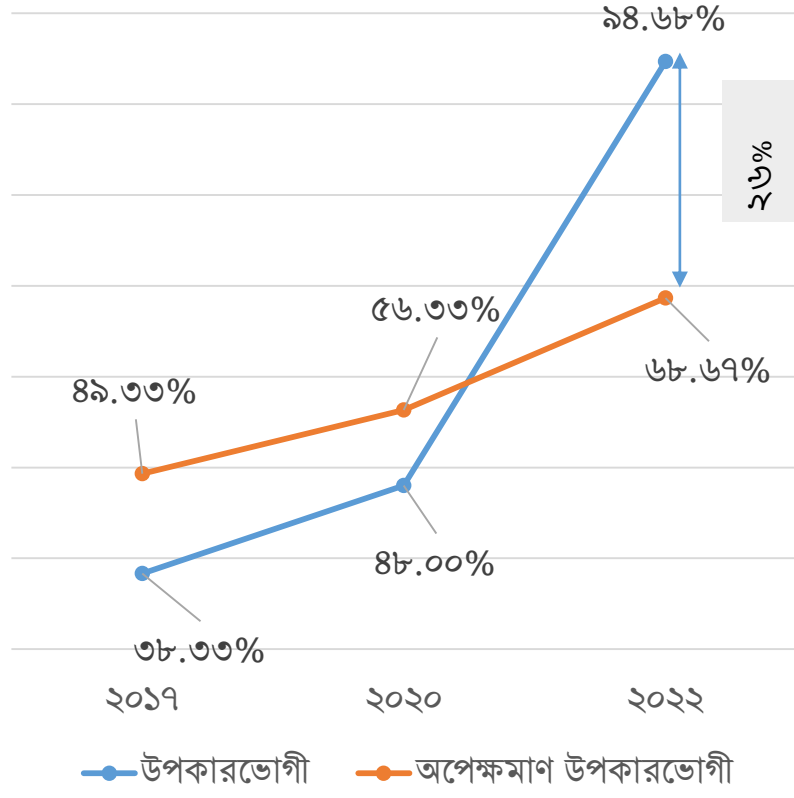

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা

উপকারভোগী
৬১%

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কাজে লাগছে
১৬.৮৩%

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে কাজে লাগছে
২.০০%

কন্ট্রোল গ্রুপ
১৩%

গ্রাফ-১৩ প্রশিক্ষণের ধরন-

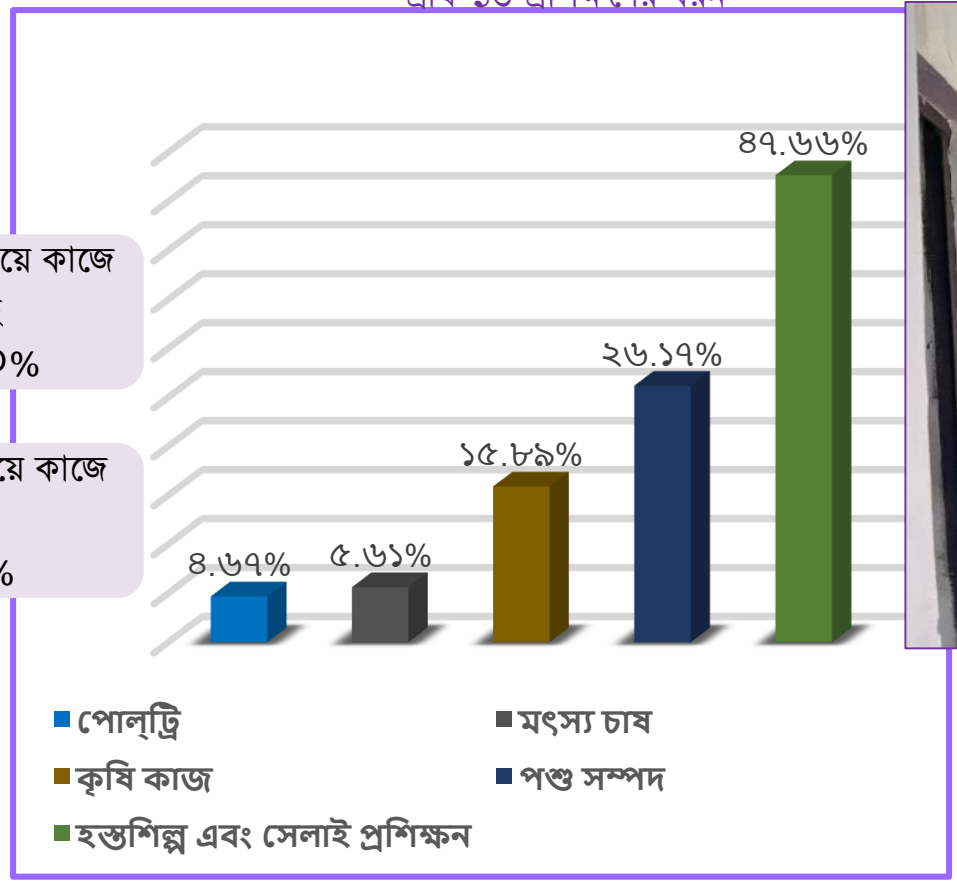

সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা

১০০%

আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘর পাওয়ার ফলে উপকারভোগী দের সামাজিক অবস্থা ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে

ফাহিমা, ৩৫ বছর, মঠবাড়িয়া; পিরোজপুর

সম্পদের বৃদ্ধি

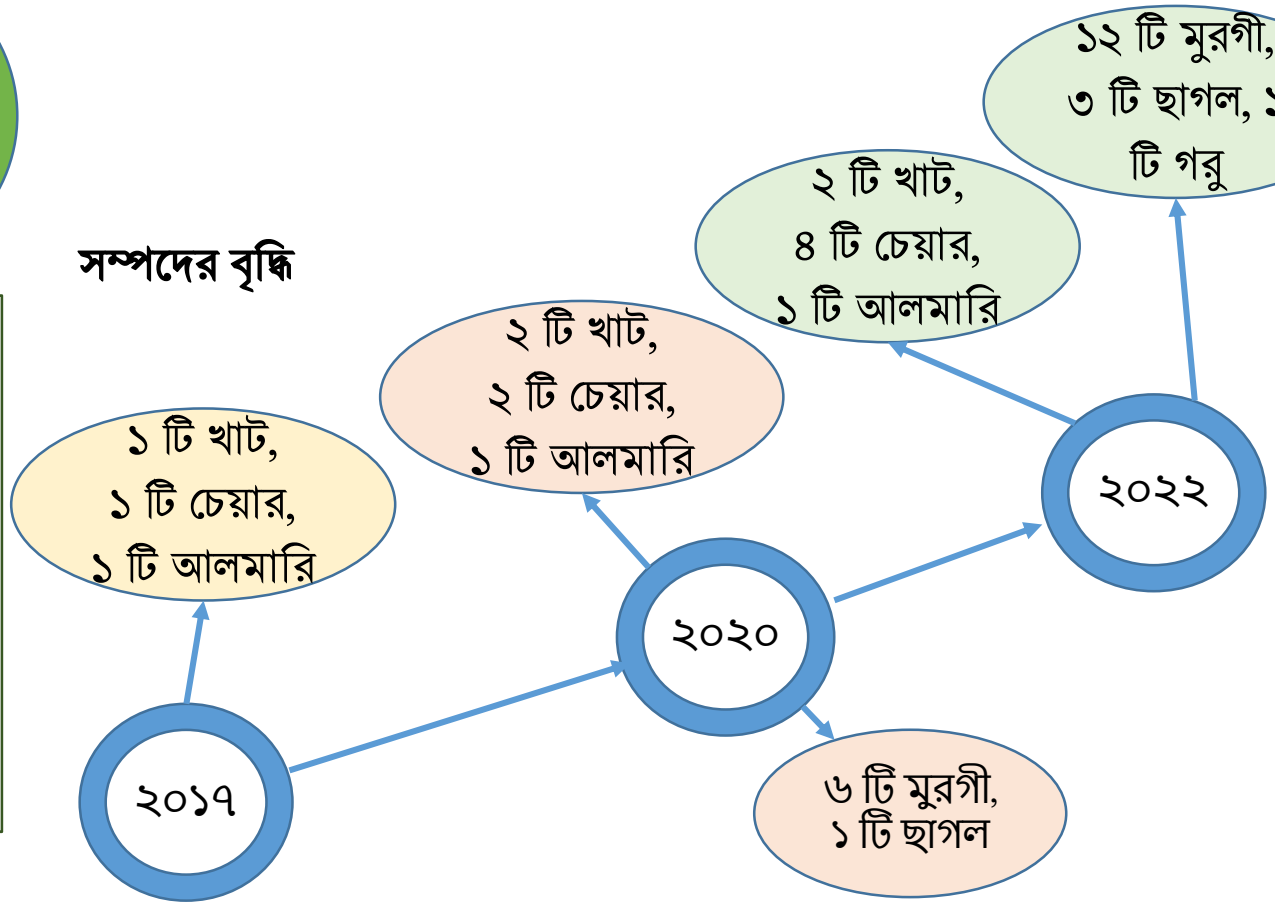

আগে আমি ভাঙ্গা ঘরে থাকতাম।দুইবেলা খাইতে পারলে একবেলা পারতাম না ।শেখ হাসিনাকে অনেক ধন্যবাদ, আশ্রয়নের এই ঘরে আমাগো মাথা গোঁজার ঠাই কইরা দেয়ার জন্য।

নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা

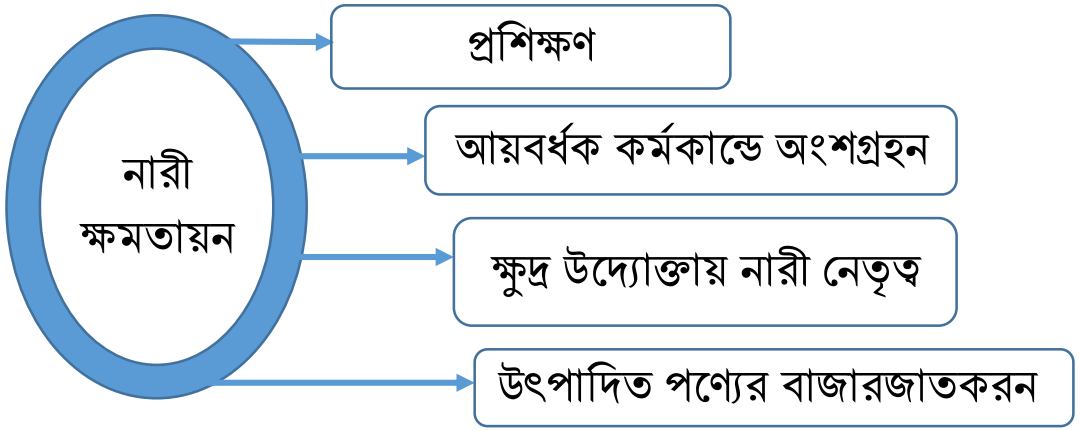

আইএমইডির কর্মকর্তা্র নারী উপকারভোগিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

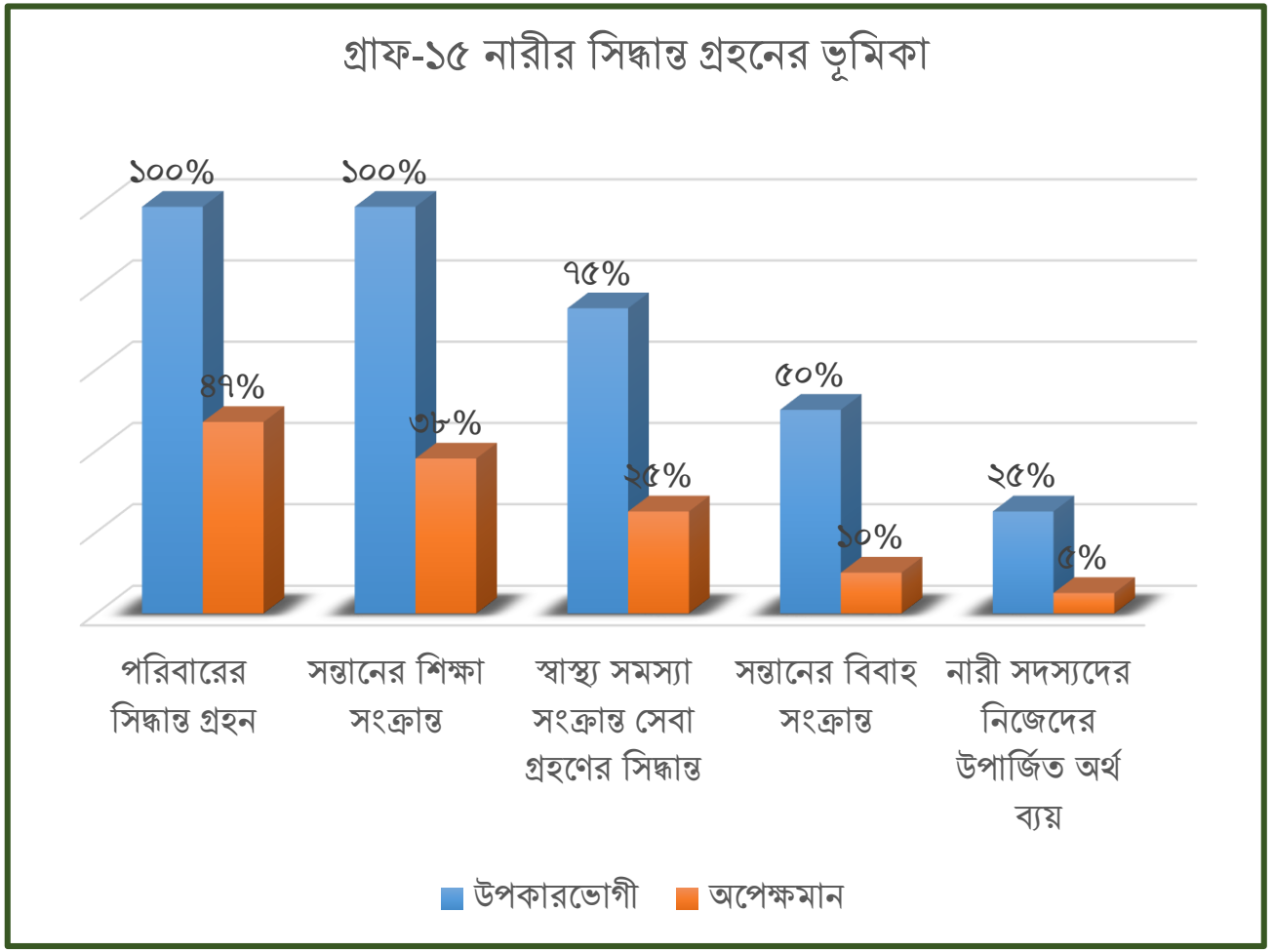

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন

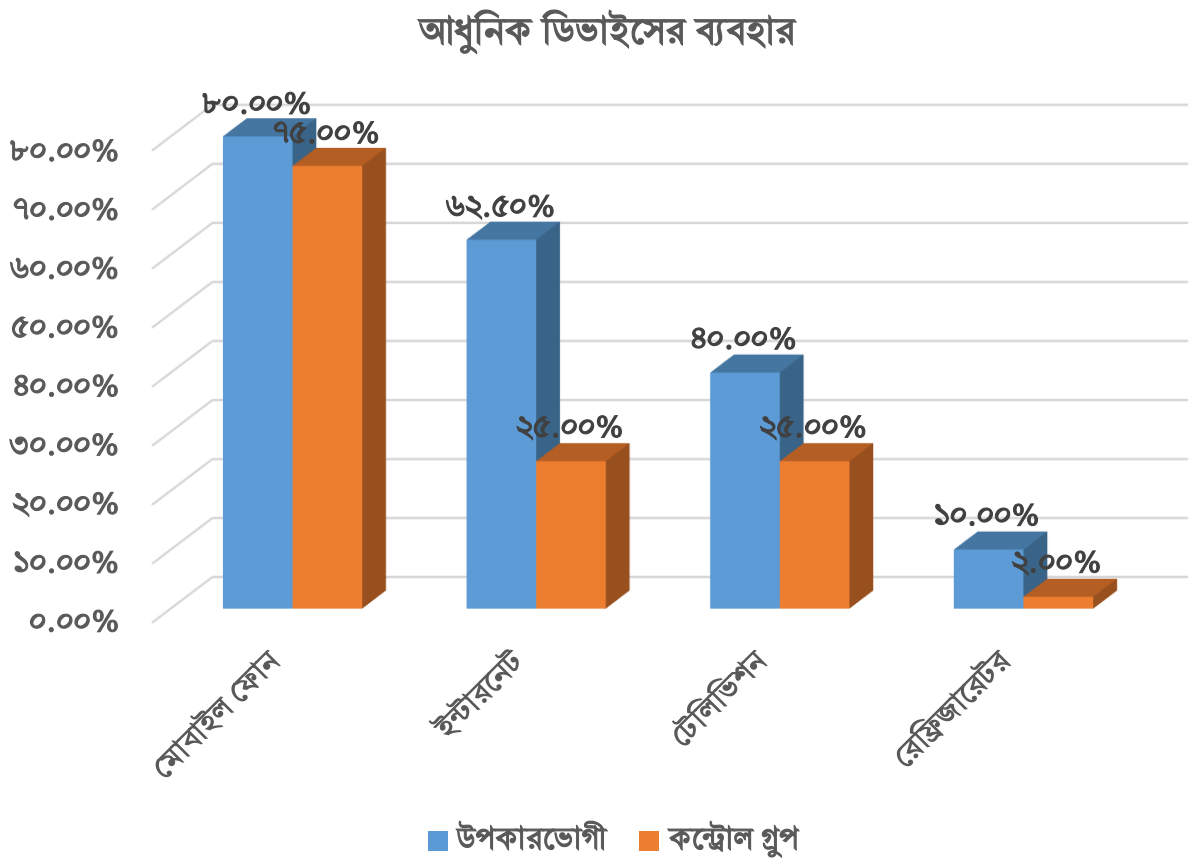

আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ ইতিবাচক প্রভাব

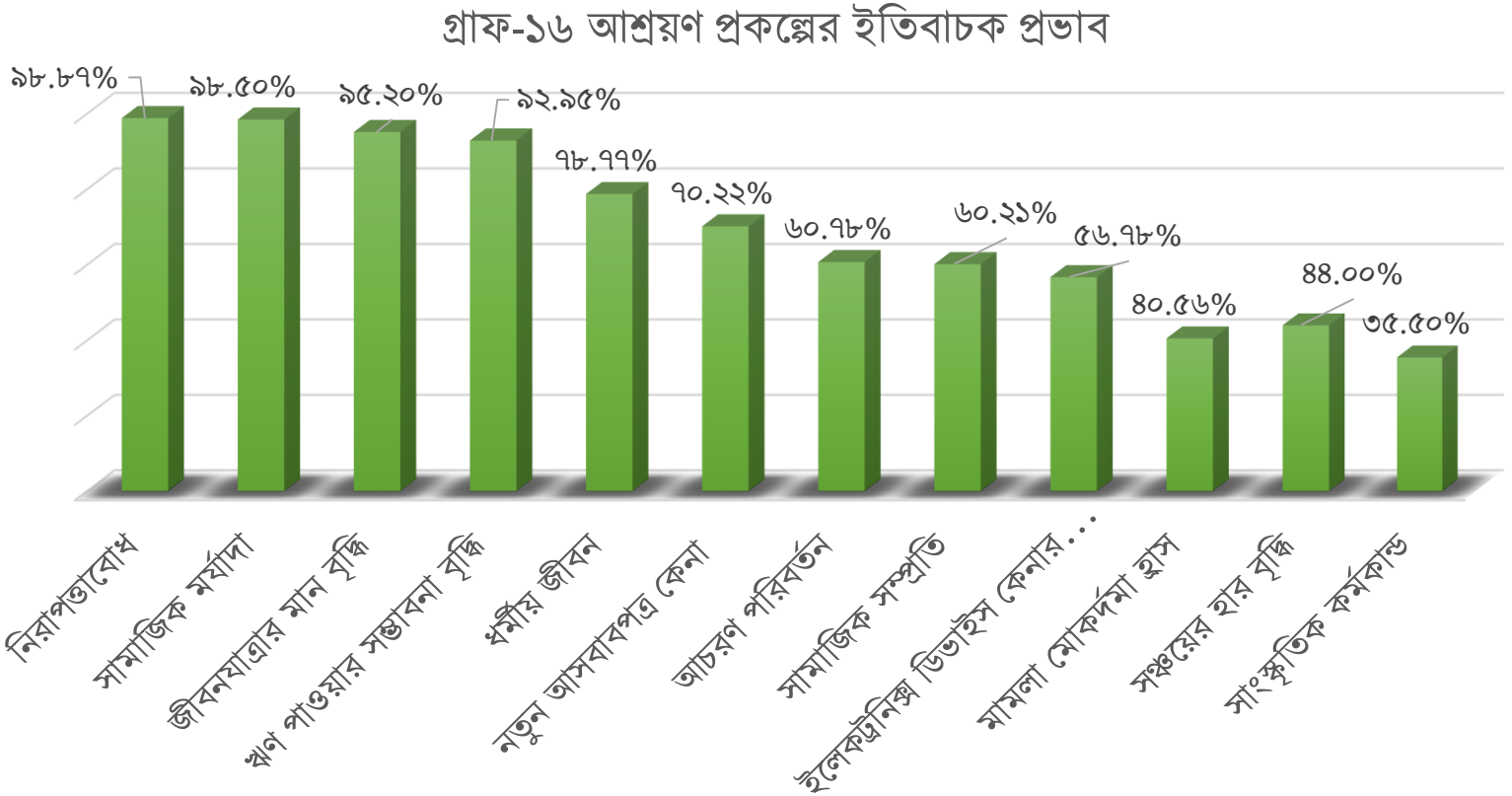

হিজড়া কমিউনিটির সাথে আইএমইডির কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ সদর

আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন

১ প্রকল্পের গৃহসমূহের আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধরনের কৃষজ পণ্য-উৎপাদিত (শাকসবজি ফলমূলাদি) পণ্যের পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন

২ আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ কর্তৃক উৎপাদিত মৎস্যের পরিমান প্রায় ৭ শত ২০ মেট্রিক টন

৩ মুজিববর্ষ উপলক্ষে নির্মিত আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগীগণের পালিত গবাদি-পশুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার

৪ উৎপাদিত হাঁস-মুরগি-কবুতরের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ

১

২

৩

৪

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পঃ শিশুদের উপর প্রভাব

- ✓ বাসস্থান দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদা এবং এটি অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ✓ টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পে রয়েছে শিশুবান্ধব নানাবিধ উদ্যোগ।
- ✓ শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনে বাসস্থানের অবদান অনস্বীকার্য। প্রকল্প এলাকার আঙ্গিনায় উৎপাদিত শাকসবজি শিশুদের পুষ্টির যোগান এ অবদান রেখে চলেছে।
- ✓ একই সাথে প্রকল্প এলাকায় শিশু কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সাধনে রয়েছে উন্মুক্ত স্থান এবং বিনোদনের জন্য খেলার মাঠ ।

চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা

- বর্জ্য বা ব্যবহৃত পানি পরিচলনের জন্য ড্রেনেজ এবং নিষ্কাশনের লক্ষ্যে জলাধার বা বর্জ্য পানি সংরক্ষণাগার প্রস্তুতের নিমিত্ত জমির সংস্থান রাখা যায়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যও স্থান সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পানি নিষ্কাশনের জন্য নওগাঁ সদর উপজেলায় ৭০ টি পরিবার সমৃদ্ধ একটি আশ্রয়ণ নগরীর চারপাশে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ডেভেলপ করেছে। যা আশ্রয়ণ নগরী সংলগ্ন আদিকমিউনিটি সম্মিলিত ভাবে ব্যবহার করতে পারছে । এই নওগাঁ পানি নিষ্কাশন মডেলটি পর্যালোচনাপূর্বক অন্যান্য জায়গায় বাস্তনায়নের জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে। পরিকল্পনামাফিক পানি উত্তোলন ও ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে টিউবওয়েল স্থাপন না করে কমিউনিটিবেজড পানি সরবরাহ সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে।

- কমিউনিটিবেজড গ্যাস (বায়ো গ্যাস) প্ল্যান্ট স্থাপন করা যেতে পারে;

- বৈদ্যুতিক পোলসমূহে বাতির ব্যবস্থা করে আশ্রয়ণ নগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করা যেতে প্যাঁরে। এ ক্ষেত্রে সোলার বাতি ব্যাবহার করা যেতে পারে;

- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সোলার সিস্টেমের সঠিক ব্যবহারের জন্য এবং টয়লেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে উপকারভোগী সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে;

দারিদ্র্য বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নঃ 'শেখ হাসিনা মডেল' ও আশ্রয়ণ প্রকল্প

অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ৩৫ শতাংশ

ভূমি ও গৃহের মালিকানা লাভের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ

প্রশিক্ষণ প্রদানে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া

বাড়ির আঙ্গিনায় শাকসবজি চাষ ও ফলমূল এর বৃক্ষরোপন

সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতীকরণ

টেকসই লক্ষ্যমাত্রা এবং 'শেখ হাসিনা মডেল'

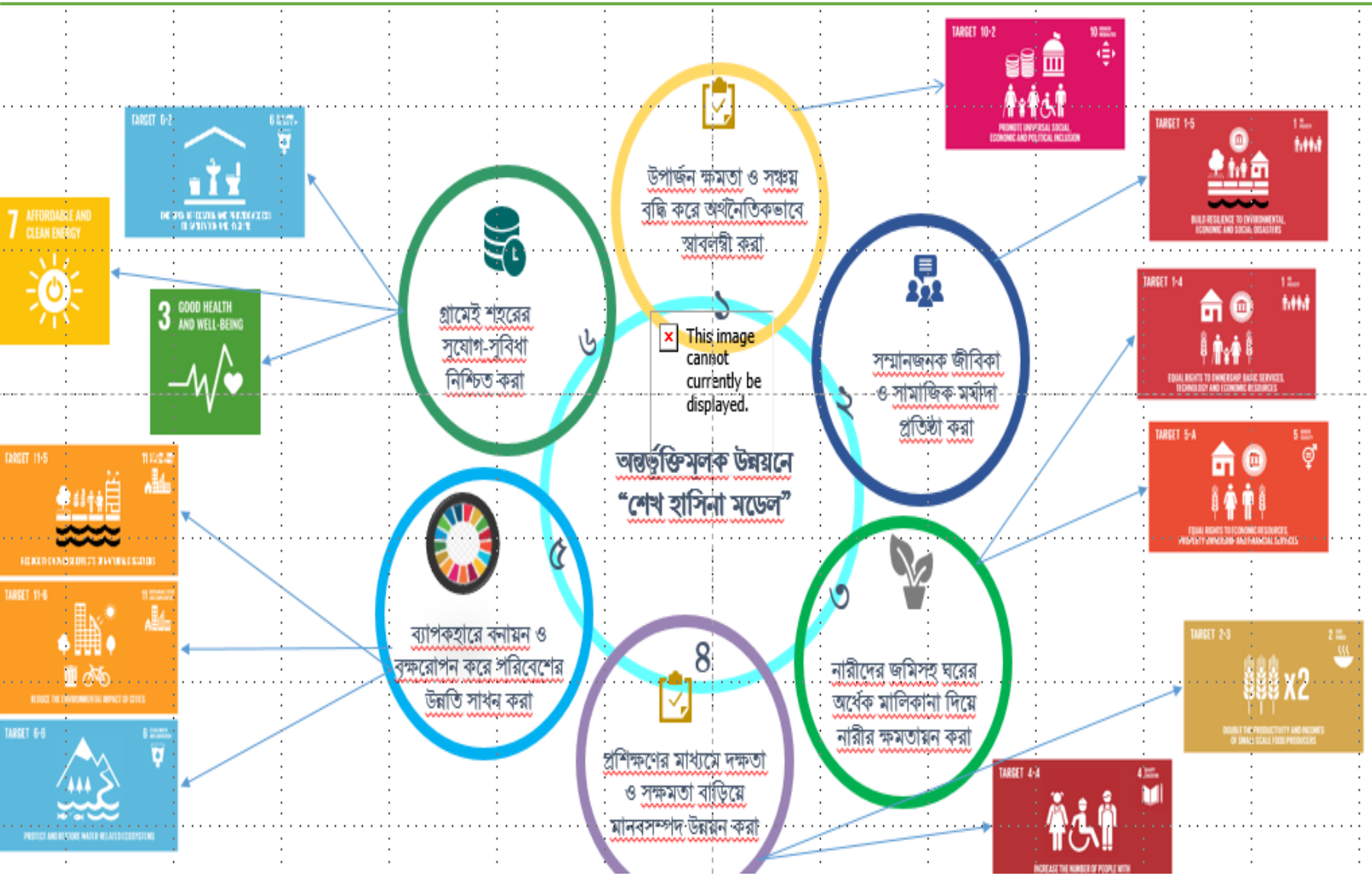

এসডিজি ১.৪: সকল নারী ও পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত (সংস্থাপন) জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা-সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ,

১.৫: দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

২.৩: ভূমি এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;

৩: সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ;

৫.ক: অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ;

৬.২: পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন; ১০.২: বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি;

১১.৫: দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষে গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা

উপসংহার

- আইএমইডি প্রতি বছর বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ২০০ প্রকল্পের মূল্যায়ন করে থাকে। সেসকল মূল্যায়ন বিবেচনায় আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি ইউনিক প্রকল্প হিসেবে উঠে এসেছে।

- শুধুমাত্র একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগী হিসেবে প্রায় ২৬ লক্ষ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্যসীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে যা খুবই বিরল এবং দৃষ্টান্তমূলক। পরোক্ষ সুবিধা বিবেচনা করলে প্রকল্পের ধনাত্মক অভিঘাত আরও বহুগুন বেশি এবং সুদূর প্রসারী;

- এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মোডালিটিও একেবারেই ইউনিক, যার ফলশ্রুতিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে এধরণের ফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এরকম স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন কর্মসূচি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোতে উপকারভোগীকে আর্থিকভাবে কিছু অংশ দিতে হয় যা তারা স্বল্প সুদে পেয়ে থাকে। ভারতের এধরণের কর্মসূচিতে উপকারভোগীকে ৯০ দিনের শ্রম দিয়ে অর্জন করতে হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই ইউনিক আশ্রয়ণ মডেলে উপকারভোগী কোন ধরণের কন্ট্রিবিউশন ছাড়াই বিনামূল্যে, বিনা শ্রমে বাড়ি ও জমির মালাকানা পেয়ে যাচ্ছে।

- এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মূল চালিকা শক্তি ছিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ের কিছু তরুন কর্মকর্তা যাদের চাকুরির বয়স ২ থেকে ৭ বছরের মধ্যে। মাঠ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা, সহকারি কমিশনার (ভূমি) এবং জেলা প্রশাসকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পটি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিকূলতা কাটিয়ে এসকল কর্মকর্তাগণ প্রকল্প কর্মকর্তাদের সার্বিক ব্যাবস্থাপনায় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রকল্পটি যেভাবে সাফল্য তুলে এনেছে তা থেকে অন্যান্য প্রকল্পসমূহের অনেক শিক্ষনীয় রয়েছে।

- আশ্রয়ণ প্রকল্পের এই বাস্তবায়ন মোডালিটি অনুসরণে ভবিষ্যতে আরও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহার

- দুর্নীতিমুক্ত এবং প্রভাবশালী মহলের হস্তক্ষেপমুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ একটি অনন্য উদাহরণ। দুর্নীতির বিষয়ে উপকারভোগী বা ফোকাস গ্রুপ আলোচনা বা মূখ্য ব্যক্তিদের আলোচনায় এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে কোন অভিযোগ আসে নাই। দুই-একজন বলেছে তারা শুনেছে, কিন্তু কোন তথ্য দিতে পারে নাই এবং এই সংখ্যাও এতই কম যে শতাংশ হিসেবে তা প্রকাশ করাও যায়না।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ক্যাডারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দেশপ্রেম, সেবার মনোভাব, সততা এবং কর্মদক্ষতার মাধ্যমে প্রকল্পটি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে দেশের ভূমিহীন এবং গৃহহীন প্রান্তিক জনগন।

- বাংলাদেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষের আবাসন নিশ্চিতকল্পে অন্যতম উদ্ভাবন হচ্ছে ‘আশ্রয়ণ প্রকল্প’। একটি ঘর একটি ছিন্নমূল পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, এটি এই গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

- **‘যে আছে সবার পিছনে, পৌঁছাতে হবে তার কাছে আগে’**-অগ্রাধিকার নীতি হিসেবে এটি গ্রহণের ফলে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সুফল আসতে শুরু করেছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রশাসন ক্যাডারের তরুণ তুর্কিরাও অগ্রণী দায়িত্ব পালন করছে। **আশ্রায়ণ প্রকল্প হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রশাসন সার্ভিসের দৃষ্টান্তমূলক প্রকল্প ব্যাবস্থাপনার একটি মডেল।**

আইএমইডির তথ্য সংগ্রহ কাজ

ধন্যবাদ